ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 039 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৩৯ ● কলকাতা ● ২৭ মাঘ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 198

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যেরকম গাড়ী মহত্ত্বপূর্ণ, সেই রকম ড্রাইভারও মহত্ত্বপূর্ণ। ড্রাইভার ছাড়া গাড়ী দৌড়াতে পারে না। গাড়ী না চললে খারাপ হয়ে যায়, গাড়ী অকেজো বস্তুতে পরিণত হয়। ঠিক একইভাবে যখন শরীরে আত্মাই নেই, তাহলে ঐ শরীর তো মৃত আর মৃত কোন্ কাজের? কিছুক্ষণ পরে তো ঐ মৃত দুর্গন্ধ দিতে লেগে যাবে।

ক্রমশঃ

বাংলার ডিজিপিকে শোকজ করল সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় গন্ডগোলের ছবি সামনে এসেছে। এসআইআর-র কাজে যুক্ত কর্মীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। এবার এই নিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে শোকজ করল সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি পীযূষ পান্ডেকে ব্যক্তিগতভাবে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিলেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।এদিকে, সুপ্রিম কোর্ট এদিন জানিয়েছে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ইআরও-রাই। ১৪ ফেব্রুয়ারির পরে আরও এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে ইআরও-দের। যাতে তাঁরা নথি যাচাই সম্পূর্ণ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এসআইআর-র কাছে বাধা বরদাস্ত করা হবে না বলেও এদিন রাজ্যকে স্পষ্ট করে দেয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। রাজ্য পুলিশের ডিজিকে শোকজ করা নিয়ে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইন্‌স্টিটিউট্

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

লোক ভবনে রাজ্যপালের হাতে সম্মানিত হলেন কৃতী এনসিসি ক্যাডেটরা

বুদ্ধদেব মিশ্র
,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

জাতীয় ক্যাডেট কর্পস (এনসিসি) ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম-এর কৃতী ও নিষ্ঠাবান ক্যাডেটদের সম্মান জানাতে আজ কলকাতার লোক ভবনে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডঃ সি. ভি. আনন্দ বোস।

এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল অমরপাল সিং চাহাল (সেনা মেডেল), অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল, এনসিসি ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম-সহ একাধিক বিশিষ্ট আধিকারিক, সম্মানীয় অতিথি এবং গর্বিত ক্যাডেটরা।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল ৫৫ জন নির্বাচিত এনসিসি ক্যাডেটকে রাজ্যপালের পদক প্রদান। সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর শাখাভুক্ত এই ক্যাডেটদের এনসিসি প্রশিক্ষণে অসাধারণ দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, সমাজসেবা এবং জাতীয় স্তরে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান প্রদান করা হয়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে সেরা সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী এনসিসি ইউনিট এবং সেরা গ্রুপের হাতে ট্রফি ও ব্যানার তুলে দেওয়া হয়, যা তাঁদের সামগ্রিক পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হয়।

মাননীয় রাজ্যপাল বিশেষভাবে প্রশংসা করেন প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেড ও রিপাবলিক ডে ক্যাম্প (আরডিসি) ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম এনসিসি কন্টিনজেন্টের সাফল্যের জন্য। উল্লেখযোগ্যভাবে ক্যাডেট সার্জেন্ট প্রীতি শর্মা দেশজুড়ে ১৭টি এনসিসি ডিরেক্টরেটের মধ্যে সিনিয়র উইং-এর সেরা বিমান বাহিনী ক্যাডেট হিসেবে নির্বাচিত হন।

আরডিসি কন্টিনজেন্ট 'বেস্ট লাইন এরিয়া' ট্রফিও অর্জন করে, যা তাঁদের শৃঙ্খলা, ড্রিল এবং চমৎকার প্রতিনিধিত্বের প্রমাণ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, এনসিসি যুবসমাজের চরিত্র গঠন, নেতৃত্বের বিকাশ এবং ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং নাগরিক দায়িত্ববোধ তৈরি করার মাধ্যমে এনসিসি জাতি গঠনে এক অনন্য অবদান রাখছে।

সম্মাননা প্রদান শেষে অনুষ্ঠানের পরিবেশ হয়ে ওঠে গর্ব ও অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ। উপস্থিত সকলেই পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের সাফল্যে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।

রাজ্যপালের এই পদক প্রদান অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের যুবসমাজের শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা এবং সেবার মানসিকতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আগামী প্রজন্মকে উৎকর্ষ সাধনে অনুপ্রাণিত করবে।

ভুট্টা ক্ষেতে ডুরা পোকার দাপট, দুশ্চিন্তায় কৃষক

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আলু চাষের পাশাপাশি ভুট্টা চাষের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।বিশেষ করে ময়নাগুড়ি,ধূপগুড়ি সহ একাধিক ব্লকে শীতকালীন মরশুমে কৃষকেরা আলুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভুট্টা চাষ করে থাকেন।ভুট্টা একটি লাভজনক অর্থকরী ফসল হিসেবে পরিচিত হওয়ায় বহু কৃষকই এই চাষের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু চলতি মরশুমে ডুরা পোকার তীব্র আক্রমণে ভুট্টা চাষ ঘিরে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে কৃষক মহলে।কৃষকদের অভিযোগ,গাছ একটু বড় হওয়ার পর থেকেই ডুরা

এরপর ৩ পাতায়

বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কলকাতায় গ্রেফতার গয়ার কুখ্যাত অস্ত্র কারবারি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সামনেই বাংলার বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে কলকাতায় ঢুকছে অস্ত্রের পাহাড়! হ্যাঁ, সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) মহানগরে একটি বড়সড় অস্ত্র পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছেন বিহারের গয়ার কুখ্যাত অস্ত্র কারবারি মহম্মদ ইশতিয়াক। অবশেষে আজ দুপুর ১ টা নাগাদ একটি অটো থেকে ৩৮ বছর বয়সী ইশতিয়াককে আটক করে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করতেই ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে আসে। তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় পুলিশের। তাঁর ব্যাগের ভিতর থেকে সারি সারিভাবে সাজানো তিনটি সিঙ্গেল শট পিস্তল, ২ টি সিক্স চেম্বার রিভলভার, এবং ১ টি অত্যাধুনিক ৭ এমএম পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ। সঙ্গে পুলিশের হাতের মুঠোয় আসে ১১ রাউন্ড তাজা কার্তুজ। ভোটের আগেই কলকাতায় এমন অত্যাধুনিক অস্ত্রের হদিশ পুলিশকে হতবাক করেছে। ইশতিয়াক এই অস্ত্রগুলি ঠিক কোথা থেকে পেয়েছেন, কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র গুলি আসছিল এবং কার কাছে সেগুলি পাচার করা হচ্ছিল, সবটাই ইশতিয়াককে জেরা করে জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে নির্বাচনের আগে শহরে এমন অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রর উদ্ধার পুলিশের বড়

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ভুট্টা ক্ষেতে ডুরা পোকার দাপট, দুশ্চিন্তায় কৃষক

পোকার উপদ্রব মারাত্মক আকার ধারণ করছে। এই পোকা ভুট্টা গাছের কাণ্ড কেটে ভিতর থেকে নষ্ট করে দিচ্ছে,ফলে অনেক ক্ষেত্রেই গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে।স্থানীয় ভুট্টা চাষি সায়ন বিশ্বাস ও দীননাথ রায় জানান,তাঁরা বহু বছর ধরে ভুট্টা চাষ করে এলেও এবারের মতো এমন ব্যাপক পোকার আক্রমণ আগে দেখেননি।তাঁদের কথায়, নিয়মিত কীটনাশক স্প্রে করা সত্ত্বেও তেমন সুফল মিলছে না। অন্যদিকে, চাষের খরচও গত বছরের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে।কৃষকদের হিসেব অনুযায়ী,বিঘা প্রতি ভুট্টা চাষে বর্তমানে প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় হচ্ছে।শুধু বীজের দামই সাতশো থেকে এক হাজার টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে,এবং প্রতি বিঘায় প্রয়োজন হচ্ছে প্রায় দুই থেকে তিন কেজি বীজ।এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বাড়তি মূল্য।আগে যেখানে একবার স্প্রে করলেই পোকার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে আসত,সেখানে এবছর দুই থেকে তিনবার পর্যন্ত স্প্রে করতে হচ্ছে। ফলে উৎপাদন খরচ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে।কৃষকদের আশঙ্কা, এভাবে যদি পোকা গাছ নষ্ট করতে থাকে,তবে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে।তাতে লোকসানের মুখে পড়বেন বহু চাষি।আলুর মতোই ভুট্টাও এখন জেলার অন্যতম অর্থকরী ফসল হয়ে উঠেছে।তাই এই ফসলে ক্ষতির আশঙ্কা গ্রামীণ অর্থনীতির উপরও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। বর্তমানে চাষিরা সরকারি কৃষি দপ্তরের হস্তক্ষেপ ও কার্যকর পরামর্শের অপেক্ষায় রয়েছেন।ডুরা পোকার দাপটে বিপর্যস্ত ভুট্টা চাষের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়ায়,সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে জলপাইগুড়ির কৃষি মহলে।

(২ পাতার পর)

বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কলকাতায় গ্রেফতার গয়ার কুখ্যাত অস্ত্র কারবারি

সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁকে কসবা থানা এলাকার রাসবিহারী কানেক্টর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকে অত্যাধুনিক ৭ এমএম পিস্তল-সহ ৬ টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

লালবাজারের গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ভোটের আগেই বিহার-ঝাড়খন্ড থেকে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে পাচার করা হচ্ছে। আর সেই তথ্য আগেই ছিল লালবাজারের কাছে। সেইমতো সক্রিয় হয়েছিল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ, এবং বিহার ও কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় জাল বিছিয়েছিল অ্যান্টি রাউডি স্কোয়াড বা ARS। পুলিশ আরও জানিয়েছে, তাদের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল যে, রাতের বাসে চেপে বিহারের গয়া থেকে এক যুবক কলকাতায় আসছেন, তাঁর হাতে বেশকিছু অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। সেইমতো সোমবার দুপুর থেকেই বাস টার্মিনাসে ওত পেতে বসেছিলেন গোয়েন্দারা। এবং গড়িয়াহাট থেকে ইএম বাইপাসগামী প্রতিটি অটো ও ট্যাক্সিতে তল্লাশি শুরু করে।

(১ম পাতার পর)

বাংলার ডিজিপিকে শোকজ করল সুপ্রিম কোর্ট

করেছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, "রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে। ডিজিকে শোকজের অর্থ রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীকে (বাংলার পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) শোকজ।"গত বছরের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ইস্যুতে প্রথম থেকে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এসআইআর-এ হিয়ারিং পর্ব শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় গন্ডগোলের ছবি সামনে আসে। কোথাও বিডিও অফিসে গিয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠে।

নাম জড়ায় শাসকদলের বিধায়কের। আবার কোথায় বিডিও অফিসের মধ্যে ঢুকে আধিকারিককে হুমকির অভিযোগ উঠে। সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়গুলি তুলে ধরে নির্বাচন কমিশন। হুমকি, হিংসা ও ভয় দেখিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়াকে বানচালের চেষ্টা করা হয় বলে কমিশনের বক্তব্য। এফআইআর নথিভুক্ত হয়নি বলে অভিযোগ।

এরপরই সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য পুলিশের ডিজিকে এই নিয়ে শোকজ করে। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। হলফনামা দিয়ে কারণ জানাতে বলা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি পীযূষ পান্ডে এই শোকজের কী জবাব দেন, সেটাই এখন দেখার।

লালগোলায় হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুরের কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লালগোলা: মাদক পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগ। এই অভিযোগ ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুরের বিরুদ্ধে।লালগোলায় হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুরের কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। মাদক পাচারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার পুলিশ তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুর শরিফুল ইসলামের প্রায় ১০ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া সোমবার থেকে শুরু করল।এই প্রক্রিয়া আগামী আরও দু'দিন চলবে বলে জানা গেছে। বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তির মধ্যে যেমন শরিফুলের বাড়ি রয়েছে তেমনই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত কিছু বাড়িও রয়েছে। সূত্রের খবর, একটি ব্যাঙ্ককে ভাড়া দিয়ে রাখা সম্পত্তিও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করতে চলেছে। এই বিষয় হুমায়ুন কবিরের মেয়ে নাজমা সুলতানা বলেন, তার বাবার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্ত হচ্ছে। সেই

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

বর্ধিত যোগাযোগের মাধ্যমে সুস্থায়িত্ব, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তার জন্য ভারত-সেশেলস যৌথ ভাবনা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে সেশেলস প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ডঃ প্যাট্রিক হারমিনি ৫ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ভারতে সরকারি সফরে।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার ১০০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট হারমিনির এই আনুষ্ঠানিক সফর বহু দিনের এবং বহুমুখী দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করতে, প্রসার ঘাটাতে এবং গভীর করতে ভারত এবং সেশেলসের দায়বদ্ধতার ইঙ্গিত। এই সরকারি সফরে অতিরিক্ত গুরুত্ব যোগ হয়েছে, কারণ এটাই সেশেলসের স্বাধীনতার ৫০ বছর এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ৫০ বছর।

২০২৬-এর ৯ ফেব্রুয়ারিতে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট হারমিনি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সমগ্র বিষয় নিয়ে সার্বিক এবং ইতিবাচক আলোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী, প্রেসিডেন্ট হারমিনিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ২০২৫-এর অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সাফল্যের জন্য। দুই নেতাই পুনরায় বলেছেন, যে ভারত এবং সেশেলস সমুদ্র পথে নিকট প্রতিবেশী হিসেবে বিশেষ এবং কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অংশীদারিত্ব উপভোগ করে, যা ইতিবাস এবং আত্মীয়তার ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং যা গণতন্ত্র এবং বহুত্ববাদ সম্পর্কে দুই পক্ষের মূল্যবোধের দ্বারা লালিত। দুই নেতাই স্বীকার করেন যে সেশেলস-ভারত মৈত্রী মানবকেন্দ্রিক। পশ্চিম ভারতীয় সাগর অঞ্চলে নিরাপত্তা এবং স্থিরতায় তাদের ভূমিকাও স্বীকার করেছেন তাঁরা। ভারতের ভিশন মহাসাগরে সেসেলস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বলে উল্লেখ করেছেন দুই নেতা।

ভারত এবং সেশেলসের মানুষের মধ্যে ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ যোগাযোগের উল্লেখ করে দুই নেতাই জোর দিয়েছেন দুই দেশের মানুষের নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং জীবনের মান বৃদ্ধিতে জাতীয় উন্নয়নে অগ্রাধিকারে একসঙ্গে কাজ করার জন্য।

প্রেসিডেন্ট হারমিনি বলেন, সেশেলস এবং এই অঞ্চলের আস্থাভাজন অংশীদার হিসেবে ভারতের ভূমিকার কথা। দীর্ঘদিনের সহায়তা এবং সহযোগিতার জন্য ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

নিয়মিত উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক বৈঠক, সফর এবং আলোচনার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন দুই নেতা। বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক যোগাযোগ আরও নিবিড় করতে রাজি হয়েছে দুই পক্ষ।

ঋণ, অনুদান, সক্ষমতাবর্ধন এবং হাইইমপ্যাক্ট কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস (এইআইসিডিপি)-র মাধ্যমে সেশেলসে উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার প্রয়োজন ও প্রত্যাশা মেটাতে ভারতের দৃঢ় সহায়তার কথা স্বীকার করে নেন প্রেসিডেন্ট হারমিনি। দুই দেশের মধ্যে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন অংশীদারিত্ব আরও বাড়াতে এবং গভীর করতে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করার দায়বদ্ধতার কথা জানিয়েছেন দুই নেতা। ভারত ১৭৫ মিলিয়ন ডলারের 'স্পেশাল ইকনোমিক প্যাকেজ'-এর ঘোষণা করে।

স্বাস্থ্য এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোদী যে ১০টি অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রেসিডেন্ট হারমিনি। সেশেলসে ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়ার স্বীকৃতি দিতে দুই নেতাই সম্মত হন। প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং বিনিময় সফর রূপায়ণ করতে সম্মত হয়েছেন দুই নেতা। সেশেলসের প্রয়োজন মেটাতে ভারত থেকে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, নার্স, প্যারামেডিক এবং প্রযুক্তিবিদ পাঠানো হবে। জনস্বাস্থ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়াতে সফরের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিকস্তরে সংযোগ রাখা হবে। সেশেলসে একটি নতুন হাসপাতাল গড়তে একযোগে কাজ করা হবে। সেশেলসে স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামো বৃদ্ধি করতে কাজ করা হবে। ভারত থেকে গুণমান সম্পন্ন কমদামে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একযোগে কাজ করা হবে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেরোতম পর্ব)

প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থাৎ বিগত ১৯ বছর ধরেই এই রীতি চলে আসছে। বরানগরে চারদিন চার রূপে পুজো করা হয় মা সারদাকে। মা সারদাকে দুর্গারূপে পুজো শুরু হওয়ার পর বিসর্জন রীতি উঠে গিয়েছে আশ্রমে। বরানগরে মহাসপ্তমীর দিন সারদা মায়ের রাজরাজেশ্বরী বেশ। মাথায় থাকে সোনার কিরীট, বেনারসী ও আভরণে সুসজ্জিতা মা। অষ্টমীতে যেগিনী বেশী সারদা মা যেন তপস্বিনী উমা। গৈরিকবসনা, শিবস্বরূপা জটাজুটসমাযুক্তা তাঁর রূপ। আর নবমীর দিন তিনি কন্যারূপে আবির্ভূতা।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

লালগোলায় হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুরের কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

চক্রান্তের শিকার তিনি এবং তার স্বামী শ্বশুর ও ৭বছরের মেয়ে। তার বাবাকে অপদস্ত করতে এইসব কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে বলে দাবি করেন নাজমা সুলতানা।সরকারি নির্দেশ মেনে লালগোলা থানার পুলিশ সোমবার দুপুর থেকে লালগোলার নলডহরি সহ বেশ কিছু এলাকায় হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুর শরিফুল ইসলামের নামে থাকা সম্পত্তি এবং জমি চিহ্নিত করে।

সেগুলো 'ফ্রিজ' করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের তরফ থেকে সেই সম্পত্তি যেসব জায়গায় রয়েছে সেখানে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়।সূত্রের খবর, মাদক পাচারের ঘটনায় জড়িত থাকার জন্য হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুরের প্রায় ১০ কোটি টাকার বেশি ১৭টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার থেকে শরিফুলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হলেও একদিনের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নীলতারা দুজনঃ একজটা ও মহাচীনতারা, তাঁদেরও দেখেছি। বিনয়তোষের বই থেকে নীলতারা অংশটা রইলঃ "নীলতারা।। নীলবর্ণের তারা নামে দুইজন দেবীকে পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ

(চতুর্থ পর্ব)

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ২০২৫

প্যাটেল নর্মদা নদীর ওপর বাঁধের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন শ্রী জওহরলাল নেহরু। কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই কেবলমাত্র এই সেতুর উদ্বোধন সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গুজরাটের চাষিদের দাবির সমর্থনে তিনি ৩ দিন অনশনে বসেছিলেন যাতে সর্দার সরোবর বাঁধে চালু করা যায়। তিনি বলেন, আজ নর্মদার জল কাভাডা, কচ্ছ প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানগুলিতে পৌঁছচ্ছে।

প্রগতির মতো প্রযুক্তিমঞ্চ তৈরির কথা জানিয়ে তিনি বলেন, বন্ধ হয়ে থাকা প্রকল্পগুলি নতুন করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি সংসদে হিমাচল প্রদেশের জন্য গঠিত ট্রেনের কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁর ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত সেই ট্রেনের পরিকল্পনাই তৈরি হয়নি। কেবলমাত্র নির্বাচনী সাফল্য পেতেই ঘোষণা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকায় খরচ উত্তোরোত্তর ৯০০ কোটি টাকা থেকে ৯০,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এই কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

জম্মু-উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুলা রেলপথের উল্লেখ করে তিনি বলেন, দীর্ঘ তিন দশক ধরে এই প্রকল্প বন্ধ হয়েছিল। অথচ তাঁর সময়কালে বরফাবৃত পথে বন্দে ভারত ট্রেন এগিয়ে চলেছে। সেই ছবি ভাইরালও হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বিরোধীদের সমালোচনা করে আসামের উল্লেখ করে বলেন, বগিবিল সেতু দীর্ঘ সময়কাল ধরে বন্ধ থাকার পর অরুণাচল এবং আসামকে এখন যুক্ত করেছে। এই সেতু আসাম এবং সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের নানা সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে বলে তিনি জানান।

শ্রী মোদী বলেন, সময়সীমার আগেই তাঁর সরকার অনেক প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলছে। ২০৩০ সালের আগেই সৌরশক্তি উৎপাদনের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন করা গেছে। ঠিক তেমনি ইথানলের লক্ষ্য ২-৩ বছর আগেই সম্পূর্ণ করা গেছে। তিনি বলেন, কোনও চ্যালেঞ্জের সমাধান তাঁর কাছে বিরোধীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর সরকার বিশ্বাস করে দেশের ১৪০ কোটি মানুষ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সমাধান বের করতে সক্ষম। তিনি বলেন, তাঁর সরকারের কাছে নাগরিকরা হল, সহায়ক মূলধন, স্থপতি এবং ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলো। নাগরিকরা কোনওভাবেই তাঁর কাছে সমস্যা নয়।

বিরোধীদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, তাঁরা দেশের রাষ্ট্রপতিকে সম্প্রতি অপমান করেছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর সম্পর্কে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা অত্যন্ত অপমানজনক। লোকসভাতেও ভারতের রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা হতে পারেনি, যা দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের প্রতি এক বড় অসম্মান। তিনি বলেন, গরিব জনজাতির কোনও মহিলা যখন দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদাধিকারী হন, তাঁকে অপমান জনজাতি সম্প্রদায়কে অপমান। মহিলাদের অপমান, সংবিধানকে অপমান এবং রাষ্ট্রকে অপমান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসামের কোনও সদস্য যখন লোকসভার পরিচালনা করছিলেন, সেই টেবিলের দিকে কাগজ ছোঁড়া অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এটা উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং সেখানকার মানুষদের অপমান। তিনি বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের কোনও দলিত পরিবারের সন্তান যখন সভা পরিচালনা করছেন, এটা তাঁর প্রতিও অপমান। প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতি বিরোধীদের ঘৃণা বোধ এতে পরিলক্ষিত হয়। শ্রী মোদী বলেন, বিরোধীরা অসমের মানুষদের প্রতি অবহেলাবশতই ভূপেন হাজারিকাকে ভারতরত্ন সম্মান দেওয়ার সমালোচনা করেছিল। ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠ সমগ্র রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করার এক প্রকাশ হিসেবে ঘোষণা করে সরকার তাঁকে ভারতরত্নে সম্মানিত করে বলে তিনি জানান।

শ্রী মোদী সংসদে এক বিরোধী নেতার এক শিখ সদস্যকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যা নিন্দা করে বলেন, এটা শিখদের প্রতি অপমান, বিশেষত কোনোও শিখ পরিবার যখন দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, সেই পরিবারের ক্ষেত্রে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত সদানন্দন মাস্টারের দুটি পা কেটে দেওয়া হয়েছিল, এখনও তিনি গভীর বিনম্রতার সঙ্গে দেশ সেবায় যুক্ত। এ নিয়ে বিরোধী জোটের সমালোচনা করেন শ্রী মোদী। দেশের জন্য আত্মত্যাগ এবং সেবার কাজে ব্রতী এই জাতীয় মানুষের নিদর্শন তুলে ধরে শ্রী মোদী বলেন, ভারতের অগ্রগতিতে রাষ্ট্রের কাছে এঁরা অনুপ্রেরণাসূচক।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের যে দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছে,

ক্রমশঃ

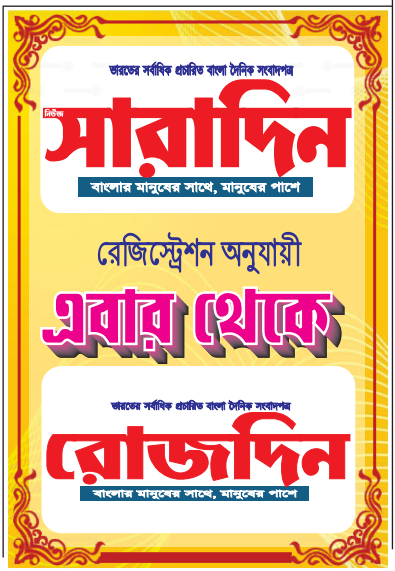

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

হেদিয়া-আমঝাড়া ‘নো ম্যানস ল্যান্ড’! একের পর এক অপরাধ, গুলিবিদ্ধ স্বর্ণ ব্যবসায়ী

দক্ষিণ ২৪ পরগনা | তদন্তমূলক প্রতিবেদন

বাসন্তী ও জীবনতলা থানার মাঝখানে হেদিয়া মোড় থেকে আমঝাড়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ফাঁকা এলাকা আজ কার্যত দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চল। সন্ধ্যা নামার অপেক্ষা নেই—দিনদুপুরেই চলছে সন্দেহজনক আনাগোনা, গোপন বৈঠক আর অপরাধের ছক। স্থানীয়দের ভাষায়, এই এলাকা এখন “খোলা কবরখানা”—যেখানে যে কোনও সময় যে কোনও ঘটনা ঘটতে পারে।

এই পথের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি জঙ্গলঘেরা ফাঁকা জমির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রক্তাক্ত ইতিহাস। একাধিক খুন, হামলা ও নিখোঁজের অভিযোগ অতীতে উঠেছে। তবুও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—সব জেনেও কেন কার্যত চোখ বুজে আছে প্রশাসন?

সবচেয়ে ভয়াবহ দিক, এই বিপজ্জনক এলাকার মধ্যেই সাংবাদিক ও রোজদিন পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বাসভবন। অভিযোগ, একাধিকবার তাঁকে খুনের চেষ্টা হয়েছে—এবং প্রতিবারই হামলার পরিকল্পনার সূত্র এই একই হেদিয়া-আমঝাড়া এলাকা। মৃত্যুঞ্জয় সরদার বহু আগেই লিখিতভাবে পুলিশ ও প্রশাসনকে সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কা, দুষ্কৃতীদের নাম-পরিচয় ও এলাকা-ভিত্তিক ঝুঁকির তথ্য জানিয়েছেন। কিন্তু তার ফল কী?

ফল—আজও নেই কোনও স্থায়ী পুলিশি নিরাপত্তা, নেই নজরদারি, নেই টহল। সতর্কবার্তা জমা পড়েছে ফাইলে, আর মাঠে রয়ে গেছে দুষ্কৃতীদের দখল।

এর মধ্যেই গতকাল রাতে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। হেদিয়া এলাকায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী কার্তিক নস্কর গুলিবিদ্ধ হন। এলাকাবাসীর দাবি, এই হামলা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—বরং দীর্ঘদিনের অপরাধচক্রেরই পরিণতি। প্রশ্ন উঠছে, গুলি চলার পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসবে—এই চিরাচরিত প্রতিক্রিয়াই কি নিয়ম?

স্থানীয়দের কণ্ঠে ক্ষোভ—“আগে খুন হবে, গুলি চলবে, তারপর তদন্ত শুরু হবে—এটাই কি পুলিশের কাজ?”

আরও গুরুতর প্রশ্ন—একজন সাংবাদিক বারবার প্রাণনাশের হুমকি পেয়েও যদি নিরাপত্তা না পান, তাহলে সাধারণ মানুষের জীবনের মূল্য কোথায় দাঁড়ায়?

হেদিয়া-আমঝাড়া আজ কেবল একটি এলাকা নয়, প্রশাসনিক ব্যর্থতার জ্বলন্ত দলিল। বড় কোনও প্রাণহানির অপেক্ষায় না থেকে কি এবার পুলিশ ও জেলা প্রশাসন দায়িত্ব নেবে? নাকি আবারও সবকিছু ‘অঘটন’ বলে এড়িয়ে যাওয়া হবে—এই প্রশ্নই এখন দপদপ করছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বুকে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল সাহেব সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি কোনভাবেই ফোন ধরেননি।

পপুলেশন-স্কেল এআই-এর জন্য ভারতের প্রস্তুতি প্রদর্শন করার লক্ষ্যে সভরেন এআই ক্লাউডকে কাজে লাগাতে একজোট হল ইওট্টা এবং ভাষিণী

নতুন দিল্লি, ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ভারতের শীর্ষস্থানীয় সার্বভৌম ক্লাউড পরিকাঠামো এবং প্ল্যাটফর্ম পরিষেবা প্রদানকারী ইওট্টা ডেটা সার্ভিসেস ইওট্টার গভর্মেন্ট কমিউনিটি ক্লাউড (জিসিসি) এবং শক্তি ক্লাউডে ভাষিণীর এন্ডটুএন্ড সভরেন এআই ক্লাউড রূপান্তরের সফল কার্যক্রম ঘোষণা করলো। ইন্ডিয়া এআই মিশনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে এই মাইল ফলক। আত্মনির্ভর এবং উচ্চ মাত্রার এআই সক্ষমতার লক্ষ্যে ভারতের যাত্রাপথে যা একটি বড় পদক্ষেপ। এর ফলে ভাষিণী এখন থেকে সম্পূর্ণভাবে ইন্ডিয়ান ক্লাউড এবং জিপিইউ পরিকাঠামোতে কাজ করবে। ভাষা সংক্রান্ত তথ্যাবলি, মডেল এবং নাগরিক কেন্দ্রিক আলোচনা যাতে ভারতের আওতায় থাকে তা নিশ্চিত হবে।

ইওট্টা এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী বিভাগ আয়োজিত ২০২৬-এর এআই ইমপ্যাক্ট সামিট-এর আনুষ্ঠানিক পূর্ব অনুষ্ঠান হিসেবে ‘দি ইন্ডিয়া এআই সভরেনিটি ডায়ালগস’-এ এই ঐতিহাসিক বিষয়টি প্রদর্শিত হলো। অনুষ্ঠানে প্রকাশিত ‘সভরেন এআই ক্লাউড ট্রান্সফরমেশন রিপোর্ট’-এ এই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ মহাকুম্ভ ২০২৫ থেকে। সেখানে ভাষিণীর বহু ভাষিক এআই পরিষেবার পরীক্ষা হয় মানুষকে নিয়ে। ইওট্টার এনভিডিয়া এইচ১০০ সমন্বিত শক্তি ক্লাউডের ক্ষমতায় এই প্ল্যাটফর্মটি তাৎক্ষণিক অনুবাদ করেছে এবং ১১টির বেশি ভারতীয় ভাষায় সহায়তা দিয়েছে। এর থেকে বোঝা গেছে, উচ্চ মাত্রার পরিবেশ থেকে দেশজ ক্লাউড পরিকাঠামোয় কিভাবে জাতীয় ডিজিটাল জনগণের তথ্য পাঠানো যায়। দেখা গেছে কার্যকারিতার ৪০ শতাংশ উন্নতি হয়েছে, খরচ কমেছে ২০-৩০ শতাংশ। কোনো তথ্যই হারায়নি।

এই বিষয়ে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব, ইন্ডিয়া এআই মিশনের সিইও, ন্যাশনাল ইনফরম্যাটিক্স সেন্টারের মহানির্দেশক শ্রী অভিষেক সিং বলেছেন, দেশজ ক্লাউড এবং জিপিইউ প্ল্যাটফর্মে ভাষিণীর সফল পরিযান দেখাচ্ছে যে ভারত জনকল্যাণে নিজস্ব এআই ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে। প্ল্যাটফর্মের প্রভাব তুলে ধরে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী ডিভিশনের সিইও শ্রী অমিতাভ নাগ বলেন, ইওট্টার সার্বভৌম এআই ক্লাউডে যাওয়া ভাষিণীকে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ, দৃঢ়তা এবং উচ্চ পর্যায়ের মাপ দিয়েছে, যা ভারতের ভাষার বৈচিত্র্য অনুযায়ী পরিষেবা দেবে।

ইন্ডিয়া এআই মিশনের সিওও শ্রীমতী কবিতা ভাটিয়া বলেন, পুরোপুরি সার্বভৌম এআই ক্লাউডে ভাষিণীর গমন, ইন্ডিয়া এআই মিশনের লক্ষ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা ভারতীয় পরিকাঠামোয় পপুলেশন স্কেল এআই গড়ে তুলবে।

ইওট্টার ডেটা সার্ভিসেসের সহ প্রতিষ্ঠাতা এমডি এবং সিইও শ্রী সুনীল গুপ্তা বলেন, শক্তি ক্লাউডে ভাষিণীর সফল প্রতিষ্ঠা ভারতের ডেটা সার্বভৌমত্বের যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

সিনেমার খবর

হাসপাতালের বিছানা থেকে মিমিকে হুমকি, নায়িকা বললেন 'বেশি ফুটেজ দিয়ে ফেলেছি'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার, তাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া এবং পুলিশি তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতারের পর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা তনয় শাস্ত্রী। সেখানে থেকেই নায়িকাকে 'ছেড়ে দেবেন না' বলে হুমকি দেন তিনি।

তবে বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে নারাজ মিমি। তার কথায়, একজন মানুষকে যতটা গুরুত্ব বা ফুটেজ দেওয়া উচিত নয়, আমরা ইতোমধ্যেই তারচেয়েও বেশি দিয়ে ফেলেছি।

ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার। বনগাঁর নয়াগোপালগঞ্জ যুবক সংঘের পরিচালনায় একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন মিমি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে তার অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারিত থাকলেও অভিযোগ, তিনি প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছান। মঞ্চে উঠতে উঠতে সময় গড়িয়ে পৌনে ১২টা হয়ে যায়। প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী অনুষ্ঠান চলার অনুমতি ছিল রাত ১২টা পর্যন্ত। সেই কারণেই তাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় বলে ক্লাবের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

এই ঘটনার পর বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মিমি চক্রবর্তী। অভিযোগে বলা হয়, অনুষ্ঠান চলাকালীন ক্লাবের এক কর্মকর্তা তনয় শাস্ত্রী আচমকাই মঞ্চে উঠে পড়েন এবং তার গান বন্ধ করে তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এতে তিনি অপমানিত ও হেনস্তার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন মিমি।

তবে ক্লাবের কর্মকর্তা রাহুল বসু ও শোভন দাস এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাদের বক্তব্য, মিমি চক্রবর্তীকে কোনো অসম্মান করা হয়নি। তিনি এক ঘণ্টা দেরিতে, রাত সাড়ে ১১টার পর মঞ্চে ওঠেন। প্রশাসনের সময়সীমা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবেই ঠিক রাত ১২টায় অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়। অনুষ্ঠান বন্ধের ঘোষণাকে উনি অসম্মান ভেবে থাকলে সেটা দুর্ভাগ্যজনক, তবে তাকে সসম্মানেই বিদায় জানানো হয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, এ ঘটনায় তনয় শাস্ত্রীসহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমানে তদন্ত চলছে।

যে কারণে ছেলের 'বর্ডার ২' সিনেমা এখনো দেখা হয়নি সুনীলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৯৯৭ সালে 'বর্ডার' সিনেমা সাড়া ফেলেছিল বক্স অফিসে। সেই সিনেমায় সেনা জওয়ানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা সুনীল শেঠি। দীর্ঘ ২৯ বছর পর 'বর্ডার ২' সিনেমায় অভিনয় করলেন তার ছেলে আহান শেঠি। ২০২১ সালে 'তড়প' সিনেমার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ আহানের। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। পাঁচ বছর পর ছেলের সিনেমা মুক্তি পেল প্রেক্ষাগৃহে। হাতে কাজ ছিল না। ছেলের দ্বিতীয় সিনেমা মুক্তিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন সুনীল। ততক্ষণ ছেলের সিনেমা দেখবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ৫০০ কোটির অঙ্ক ছুঁতে পারছে।

'বর্ডার ২' সিনেমার প্রিমিয়ারের দিন স্ত্রী মানা, মেয়ে আথিয়া ও জামাই কেএল রাহুল সবাই সিনেমাটি দেখেন। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুনীল শেঠি। সাড়ে তিন ঘণ্টার সিনেমা। একবারও ভেতরে যাননি এ বর্ষীয়ান অভিনেতা। তিনি বলেন, এই সিনেমা ৫০০ কোটির অঙ্ক ছুঁলে তবেই দেখতে যাবেন হলে।

বক্স অফিস রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম সপ্তাহে এসে এ সিনেমা ৩০০ কোটি অঙ্ক ছুঁতে পেরেছে। যদিও মুক্তির আগে ভাবা হয়েছিল এ সিনেমা হয়তো 'ধুরন্ধর'-এর নজির ভাঙতে পারে। অগ্রিম বুকিং দেখেই তেমনটি অনুমান করেন সিনেমা বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সেটা হয়নি। ৫০০ কোটির অঙ্ক ছুঁতে হয়তো সপ্তাহখানেক এখনো অপেক্ষা করতে হতে পারে সুনীল শেঠিকে। যদিও অভিনেতা বলেন, আমি খুশি, 'ধুরন্ধর'-এর পর একটা সিনেমা যেটি এত ভালো ফল করছে। দর্শকদের ভালোবাসা পাচ্ছে। আহানের জন্য যথেষ্ট প্রশংসা পাচ্ছি।

মুহূর্তে বদলে যাওয়া জীবনের কথা জানালেন ইমরান হাশমি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের কিসারখ্যাত অভিনেতা ইমরান হাশমি মানেই রোমান্টিক দৃশ্যের হাতছানি। তবে রুপালি পর্দার এ 'সিরিয়াল কিসার' বাস্তবজীবনে যে কতটা দায়িত্বশীল একজন বাবা, তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। সম্প্রতি গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের সবচেয়ে করুণ অধ্যায়ের কথা স্মরণ করেন এ অভিনেতা। কীভাবে মাত্র ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে তার সাজানো জীবন এক নিমিষেই ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল, সে কথাও জানান তিনি।

ইমরান হাশমি বলেন, দিনটি ছিল আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতোই। পরিবারের সঙ্গেই সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য করেন, পুত্র আয়ানের প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বের হচ্ছে। মুহূর্তেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মনে।

তিনি বলেন, দ্রুত আয়ানকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান— আয়ানের শরীরে বাসা বেঁধেছে মরণব্যাধি ক্যানসার। অতিদ্রুত করাতে হবে অস্ত্রোপচার।

এ অভিনেতা বলেন, জীবনটা যেন ওই ১২ ঘণ্টার মধ্যেই বদলে গিয়েছিল আমার। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে সব কিছু কেমন অচেনা হয়ে গেল। ছেলের এই অসুস্থতা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লড়াই বলে জানান ইমরান হাশমি।

তিনি বলেন, ছেলের কষ্টের কথা শুনে শুরুতে ভেঙে পড়লেও পরে নিজেকে সামলে নেন তিনি। স্ত্রী ও পুত্রের সামনে পাহাড়ের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যেন তারা সাহস না হারায়।

উল্লেখ্য, অভিনেতা ইমরান হাশমি এ যন্ত্রণার প্রতিটি মুহূর্ত তিনি তুলে ধরেন তার লেখা বই— 'দ্য কিস অব লাইফ'-এ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

পেসারদের দাপটে জয়ে বিশ্বকাপ শুরু জিম্বাবুয়ের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পেস আক্রমণের দাপটে দারুণ এক জয় দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল জিম্বাবুয়ে। কলম্বোতে ওমানকে ৮ উইকেটে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী সূচনা করেছে আফ্রিকার দলটি।

সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে টস জিতে বোলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় জিম্বাবুয়ে। শুরু থেকেই ওমানের ব্যাটিং লাইনআপে ধস নামান পেসাররা। নিজের প্রথম বলেই জাতিন্দার সিংয়ের স্টাম্প ভেঙে ম্যাচে রং ছড়ান ব্লেসিং মুজারাবানি। পরের ওভারেই হাম্মা মির্জাকে কট বিহাইন্ড করান রিচার্ড এনগারাভা।

নিজের দ্বিতীয় ওভারে আরও দুটি উইকেট নিয়ে ওমানকে কোণঠাসা করে দেন মুজারাবানি। সপ্তম ওভারে ওয়াসিম আলিকে বোল্ড করেন সিকান্দার রাজা। প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানের কেউই পাঁচ রানের ঘর ছুঁতে পারেননি, দুজন তো রানের খাতাই খুলতে ব্যর্থ হন।

২৭ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর সুফিয়ান মেহমুদ ও ভিনায়াক শুক্লার ৪২ রানের জুটি কিছুটা লড়াইয়ের আভাস দেয়। তবে এনগারাভা ভিনায়াককে কট বিহাইন্ড করে জুটি ভাঙেন। একই ওভারে রামানান্দিকেও ফেরান তিনি। শেষদিকে ব্র্যাড ইভান্স নাদিম খান ও শাকিল আহমেদকে আউট করে ওমানকে ১০৩ রানে গুটিয়ে দেন।

চার ওভারে মাত্র ১৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেওয়া মুজারাবানি হন ম্যাচসেরা। এনগারাভা ও ইভান্স দুজনেই ৩টি করে উইকেট শিকার করেন।

রান তাড়ায় আগ্রাসী শুরু করেন ওপেনার টাডিওয়ানাশে মারুমানি। দ্বিতীয় ওভারে শাকিল আহমেদের বলে টানা চারটি চার হাঁকান তিনি। ১১ বলে ২১ রান করে ফিরলেও শুরুতেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় জিম্বাবুয়ে। পরের বলেই ডিওন মেয়ার্স কট বিহাইন্ড হলে কিছুটা চাপ আসে।

তবে ব্রেন্ডান টেইলর ও ব্রায়ান বেনেটের ৬৮ রানের জুটি সহজ করে দেয় জয়ের পথ। ৩১ রান করে টেইলর চোটের কারণে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়েন। এরপর কারান সোনাভেলের বলে চার মেরে জয় নিশ্চিত করেন সিকান্দার রাজা।

ওপেনার বেনেট ৭ চারসহ ৩৬ বলে অপরাজিত ৪৮ রান করেন।

বাছাই পর্ব পেরোতে না পারায় গত বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। এবারের আসরে দাপুটে সূচনা করা দলটি আগামী শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে। তার আগে বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে ওমান।

পাকিস্তানের ম্যাচ বয়কট নিয়ে কোন অবস্থানে ভারত, জানাল বিসিসিআই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইসিসির সঙ্গে অচলাবস্থার অবসান হওয়ার আভাস মিলছে। পাকিস্তানি গণমাধ্যমের একাধিক প্রতিবেদনে জানা গেছে, গতকাল (রবিবার) লাহোরে অনুষ্ঠিত আইসিসি ও বিসিবির বৈঠক শেষে ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে যাচ্ছে পাকিস্তান।

আর এই প্রসঙ্গে নিজেদের অবস্থান জানাল বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)।

ভারতের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজিব শুক্লা জোর দিয়ে বলেছেন, ভারত-পাকিস্তানের বিশ্বকাপ ম্যাচ ইস্যুতে তারা আইসিসির সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। আজ (সোমবার) এক বক্তব্যে সাংবাদিকদের কাছে এই কথা বলেন তিনি।

জিব বলেছেন, 'আমি আগেই স্পষ্ট করেছি যে আইসিসি যে সিদ্ধান্ত নিক, আমরা সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলব। এই ব্যাপারে বিসিসিআই-এর কিছু বলার নেই।'

জিও টিভি গতকাল জানায়, পাকিস্তানের বোর্ড এই ইস্যু নিয়ে পরিষ্কার দিকনির্দেশনা পেতে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবে এবং শিগগিরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে।

লাহোর বৈঠকে আইসিসির প্রতিনিধি হিসেবে ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাজা ছিলেন।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ইস্যু নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে এই বৈঠকে ছিলেন পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভি এবং বিসিবির প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম বুলবুল। নাকভি জানান, তিনটি দাবি মানলে ভারত ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান।

অলরাউন্ড নৈপুণ্যে লিস্কের কীর্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্যাটে ও বলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ইতিহাস গড়লেন মাইকেল লিস্ক। ইতালির বিপক্ষে অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ম্যাচ জিতিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে একাধিকবার ম্যাচ সেরার পুরস্কার জয়ের কীর্তি গড়েছেন তিনি।

কলকাতায় সোমবার প্রথমবারের মতো ক্রিকেট বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ইতালিকে ৭৩ রানে হারায় স্কটল্যান্ড। ব্যাটিংয়ে ২০৭ রানের বড় সংগ্রহ গড়ে পরে ইতালিকে ১৩৪ রানে গুটিয়ে দেয় দলটি।

স্কটল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম দুইশ রানের ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন লিস্ক। ইনিংসের শেষ দিকে পাঁচ বল মোকাবিলা করে দুটি ছক্কা ও দুটি চারে ২২ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি।

বল হাতেও ছিলেন ভয়ংকর। অফ স্পিনে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট শিকার করেন লিস্ক, যা স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে তার ক্যারিয়ারসেরা বোলিং। এর আগে তার সেরা ছিল ১১ রান দিয়ে ৩ উইকেট।

এই পারফরম্যান্সে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে নেন ৩৫ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটি তার দ্বিতীয় 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' পুরস্কার, দুটিই এসেছে বিশ্বকাপের মঞ্চে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডের হয়ে একবার করে ম্যাচ সেরা হয়েছেন রিচি বেরিংটন, জশ ডেভি, ক্রিস গ্রেভস, ম্যাট মাচান, ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন ও জর্জ মানজি।

পুরস্কার জয়ের পর লিস্ক বলেন, 'ব্যক্তিগত স্বীকৃতির চেয়ে দলের জয়ই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পুরো দলের পারফরম্যান্সেই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি। আমাদের প্রস্তুতির সময় খুব বেশি ছিল না, অল্প নোটিশে এমন পারফরম্যান্স আমাদের নিবেদন ও পরিশ্রমেরই প্রমাণ।'

বাংলাদেশের জায়গায় সুযোগ পাওয়া স্কটল্যান্ড বিশ্বকাপ শুরু করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হার দিয়ে। আগামী শনিবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR